মেহেরপুরের উন্নয়ন ভাবনা-২য় পর্ব

৩। মেহেরপুর জেলাবাসীর জীবনের সাথে অতোপ্রত ভাবে জড়িয়ে আছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল এবং মা ও শিশু কেন্দ্রটি। হাসপাতালের বয়স আজ ২০/২২ বছর হলো কিন্তু চার গুণ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও চিকিৎসা সেবা বহুধাপ নেমেছে নীচে, যা আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

এই হাসপাতালের উপর ভর করে অনেকে বড় বড় নেতা ও সম্পদশালী হয়েছেন এবং হচ্ছেন অথচ হাসপাতালের দুঃসময় তাদের কাছে শুধুই রাজনীতির হাতিয়ার মাত্র। উল্লেখ্য ইতোমাধ্যে নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছে ।

চরম অবহেলিত এই আধুনিক হাসপাতালকে ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সেন্ট্রাল এসি, লিফ্ট সিস্টেম করা সহ সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ সেবা পাওয়ার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা এবং ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এন্ড মেডিকেল কলেজে উন্নতিকরণসহ পর্যাপ্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

অনুমোদন প্রাপ্ত নার্সিং ইনষ্টিটিউট দ্রুত বাস্তবায়ন, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ডাক্তার বিহীন সেবা চলছে এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলির সেবা নিশ্চিত করাসহ মেহেরপুর শহরসহ ২ উপজেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল আধুনিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। সমৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত দেশ প্রেম চেতনায় সৃষ্টিশীল মেধা প্রতিভা ও সততার সর্বোচ্চ সম্মান এবং মূল্যায়ন করতে হবে।

৪। আগামীতে নিশ্চিত পানি যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অন্যতম ভয়াবহতা মোকাবেলা করতে হবে মেহেরপুরবাসীকে। সেইদিক বিবেচনা করেই এখন কেবলই স্মৃতি বিজড়িত বাংলার নদী মাতৃক নিশ্চিত প্রবাহকে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে মেহেরপুর জেলার প্রাণ ভৈরব, কাজলা ও ছেওটিয়া নদী সহ সকল নদী পরিকল্পিতভাবে গভীর খনন করা এবং পানির দীর্ঘ মেয়াদি চাহিদা সুনিশ্চিত করা। উল্লেখ্য ভৈরব নদী শেখ হাসিনার সরকার অনেকাংশে ইতোমধ্যে খনন করেছে। ভৈরবনদী সহ রক্ষণাবেক্ষণ সংস্কার জেলা পরিষদ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ভৈরব কেন্দ্রিক পঞ্চমুখি পর্যটন স্বনির্ভর প্রকল্প বাস্তবায়ন দরকার।

শিক্ষিত যুবক যুবতি নিয়ে সমবায় ভিত্তিক এই স্বনির্ভর প্রকল্প চালু করা। নেট খাঁচা পদ্ধতিতে সমবায় বাণিজ্যিক মাছ চাষ, ২৫ লক্ষ ডিম উৎপাদন ক্যাম্বেল হাঁস ও রাজ হাঁস পালন, মোটা তাজাকরণ প্রকল্পে গরু ও মহিষ পালন, নদীর দুই পাড়ে নার্সারি ও পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ, ওয়াকিং জোন, জিমনেশিয়াম, ঝুলন্ত কারট্যুরিজম এবং পর্যটন তরী নামে ৬টি ১৮ জন পর্যটক বহনকারী স্পিডবোটের মাধ্যমে একটি বহুমুখি ইকোপর্যটন স্বনির্ভর প্রকল্প চালু যা ২০৪১ সালে সমৃদ্ধি অর্জনে একটি মডেল হতে পারে। সেখান থেকে বছরে কোটি কোটি টাকা আয় করা সম্ভব।

জেলার যে সব সরকারী খাল, বিল, খাস জমি আছে তার উন্নয়নে টি.আর, কাবিখার মত প্রকল্প গ্রহণ করে সংষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধুনিকভাবে গড়ে তোলা। প্রকৃত মৎসজীবী ও নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীদের অংশ গ্রহণে অধিকার রক্ষা করা। ভৈরব নদী কেন্দ্রিক সমবায় ভিত্তিক গভীর সেচ প্রকল্প চালু করা। হারিয়ে যাওয়া প্রচুর পুষ্টি, লাভজনক ও চাহিদাযুক্ত বিশ্ব সেরা ব্লাক বেঙ্গল খ্যাত মেহেরপুরের কালো ছাগল ও বলিষ্ঠ গাড়ল (ভেঁড়া) বিদেশে রপ্তানি হবে। একটি বাড়ি একটি খামারের মাধ্যমে ও সমবায় ভিত্তিক বাণিজ্যিক উৎপাদনের মাধ্যমে। বিসিক সংলগ্ন জাপনী ছাগল পালন ফার্মটিকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদনে নতুন ভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। ভৈরব নদী কেন্দ্রিক সেভ লাইফ নামে মিনারেল ওয়াটার বাজারজাত করণ।

পাটের সোনালী দিন ফিরে আসছে, বিশ্ব ব্যাপী চাহিদাও বাড়ছে। সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিটি গ্রামে পচন প্রক্রিয়া চালু করা যেন পাটের গ্লেজ, আঁশ নষ্ট না হয় তেমনি সরকারীভাবে পাট ক্রয় চালুর আহবান জানায়। নদীর পানি যেন ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। মেহেরপুর পৌরসভাসহ এমন শহরের বিভিন্ন ধরনের দূষিত পানি যেন সরাসরি নদীতে না পড়তে পারে সে ব্যপারে রিফাইনজোন স্থাপনে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ।

নিম্নবর্ণের সংখ্যা লঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করা। ভয়াবহ মরণব্যাধি দুর্নীতি যা উন্নয়নের বড় বাধা, তাই সর্বোক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার বাধ্যতামূলক চালু করা সহ বিকেন্দ্রীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৫। সেবাই মানবতার শ্রেষ্ঠ কর্ম, যা স্রষ্ঠার শ্রেষ্ঠ চাওয়া। যাদের সেবাতে এ দেশ চলে সেই সব মেহনতি মানুষের আজ সর্বক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের মনে রাখতে

হবে সৃষ্টিকর্তা বৈষম্য আর সমন্বয় করেই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আমরা সেই সমন্বয় বাস্তবায়ন করতে চরমভাবে ব্যর্থ। যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অতিকষ্টে উপার্জিত অর্থ হতে বাংলাদেশের সর্ব উচ্চ থেকে সর্বনিম্ন ব্যক্তির বেতনের ৮০ ভাগ পরিশোধ করা হয় অথচ সেই শ্রমজীবী মানুষ আজ চরম ভাবে অবহেলিত। নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচিয়ে সকল ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা। যে কোনো অপচয় রোধ করি এবং সঞ্চয়ী হই, আবেগ দিয়ে নয় বিবেক দিয়ে বিবেচনা করি, কর্মকে সাথী করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রীতি, বন্ধন, উন্নয়ন, মানবতার আধুনিক মেহেরপুর গড়ে তুলি। ইতিহাস আমাদের শক্তি, সমৃদ্ধি অর্জনের অনুপ্রেরণা।

৬। সারা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম আদর্শ সেরা কৃষি অঞ্চল হিসাবে খ্যাত এই মেহেরপুর জেলা। এখানকার উর্বর কৃষি জমি রক্ষা এবং কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ঠিক মূল্য ও আধুনিক কৃষি সেবা পাওয়ার সুব্যবস্থা করা। শস্য ফলজ, তৈলজ, প্রাণীজ ও মৎস এই তিন মিলেই আধুনিক কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে। সুস্বাস্থ্য জাতি গঠনে রাসায়নিক সার, বিষ ও ভেজাল খাদ্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত এবং জৈব সারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক নিশ্চিত করা।

গাংনী মেহেরপুর জেলার সংসদীয় ২ আসন। ৯টি ইউনিয়ন, একটি উপজেলা, একটি পৌরসভা ও একটি থানা নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। জেলার সার্বিক উন্নয়নে গাংনী উপজেলাকে বিশেষ পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এর মধ্যে গাংনীর চিৎলা কৃষি ফার্ম বাংলাদেশের সেরা একটি বৃহৎ বীজ উৎপাদন সেন্টার।

সময়ের প্রয়োজনেই এই ফার্মটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ও জিওগ্রাফী বিশ্ববিদ্যালয় ও রিসার্স সেন্টার চালু করা। ইতোমধ্যে সেখানে কৃষি বিশ^বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় আলোচনায় আসছে। গাংনীর ভাটপাড়া নীলকুঠি প্রায় ১৪০ বিঘা জমির উপর ব্রিটিশ ব্যবহƒত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখন সরকারী আওতায় এই স্থানটিকে আয় বর্ধক পর্যটন কেন্দ্রীক একটি অর্থনৈতিক জোন গড়ে তোলা। সেখানে যে পার্কটি গড়ে তোলা হয়েছে তার আধুনিকায়ন করতে হবে। (চলবে)

বারাদিতে বিএনপি নেতা

শাজাহানের ইন্তেকাল, জেলা

বিএনপ ‘র শোক

মেহেরপুর সদর উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জেলা বিএনপির নেতা শাহজাহান সাহান মিয়া আজ সকাল ৬ টা ৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি জুগিন্দা গ্রামের মৃত সিরাত মালিথার ছেলে।

জুগিন্দা গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আকালি জানান, ভোর বেলার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পরই চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন।

তিনি স্ত্রী, ৪ সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

শাজাহান এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন শোক প্রকাশ করেন।

তারা বলেন, আমরা গভীরভাবে শোকাহত, মর্মাহত। শাজাহান এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি পরিবার হারালো একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং সাংগঠনিক নেতাকে।

যোহরের নামাজ পর মরহুমের জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বলে পরিবার সূত্রে জানাযায়।

বাবা বিচারক, মেয়ে

প্রতিযোগীতায় প্রথম!

সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রতিভাময়ী প্রতিযোগী হলেও তার বাবা শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তী বিচারকের ভুমিকায় দায়িত্ব পালন করে প্রতিযোগীতাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। মেয়ে সাগ্নিকা চক্রবর্তী মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী।

তবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিকজনরা অভিমত প্রকাশ করে বলেন, এ ধরণের কোন বিধি না থাকলেও এটি পুরাতন প্রথা হয়ে আসছে। সন্তান প্রতিযোগী থাকলে সেখানে বাবা- মায়েরা সাধারণত বিচারক হন না, হওয়া উচিতও না।

সাগ্নিকা চক্রবর্তী খ গ্রুপের আবৃতি ও সংগীত বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। প্রথম স্থান অর্জন করার মত যোগ্যতা সাগ্নিকা চক্রবর্তীর থাকলেও বাবা বিচারক হওয়ায় অন্য অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে উপজেলা পর্যায়ে ভার্চুয়াল কনফারেন্সে ৭ মার্চের ভাষন, কবিতা আবৃতি ও সংগীত প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিযোগীতায় ক গ্রুপে প্রথম থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত ৪৫ জন এবং খ গ্রুপে ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ২৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীতা শেষে উপজেলা পর্যায়ের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

খ গ্রুপের আবৃতিতে সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রথম, মাইশা ফারজানা ঐশি দ্বিতীয়, অনিমা শর্মিলা তৃতীয়, সংগীতে সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রথম, মাইশা ফারজানা ঐশি দ্বিতীয়, মো: জারিফ তৃতীয়, ৭ মার্চের ভাষণে মাইশা ফারজানা ঐশি প্রথম, আব্দুল্লাহ আল মাহি দ্বিতীয়, তানজিফ রহমান অর্পন তৃতীয়।

ক গ্রুপের ৭ মার্চের ভাষণে সাজিদ প্রথম, স্বপ্নীল দ্বিতীয়, মাসুদ রানা তৃতীয়, কবিতা আবৃতিতে রাইনা রওনব প্রথম, ইলিন আনজুম দ্বিতীয়, ফাতেমা তাজিন জোহা তৃতীয়, সংগীতে পৌলমী প্রথম, ফাতেমা তাজিন জোহা দ্বিতীয়, ইলিন আনজুম তৃতীয়।

বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তী, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মিলন কুমার দাস, বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফৌজিয়া আফরোজ তুলি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক অভিযোগ করে জানান, সন্তান প্রতিযোগী আর বাবা বিচারক থাকলে অন্য বিচারকরাও সেক্ষেত্রে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে এ ধরণের প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে বিচারক নির্ধারণ জরুরী। এ প্রতিযোগীতার ফলাফল কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আপিল উদ্দিন জানান, এক্ষেত্রে বাবা যদি বিচারক হন তাহলে ওই সময় তিনি মূল্যায়ন করবেন না । এভাবেই সাধারণত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া এটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের কার্যালয় থেকে করা হয়েছে আমরা শুধু দাযিত্ব পালন করেছি।

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বলেন, মেয়ে প্রতিযোগী হওয়ায় শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তীর উচিত ছিল বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন না করা। এটা তার উচিত হয়নি। তবে সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রতিভাময়ী প্রতিযোগী।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন জানান, সন্তান প্রতিযোগী হলে বাবা-মা বিচারক হতে পারবেন না এটা কাষ্টমস বা প্রথা। এটা বিধি না হলেও বাবা- মায়ের উচিত নয় এ ধরণের দায়িত্ব পালন করা । এক্ষেত্রে শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তীর বিচারকের দায়িত্ব পালন না করা উচিত ছিল।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মাসুদুল আলম বলেন, প্রতিযাগীতার বিচারক হিসেবে আমরা বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করেছিলাম। সেক্ষেত্রে শ্বাশত নিপ্প্নন চক্রবর্তী শিল্পকলার আবৃত্তি শিক্ষক। আমরা তাঁকে রেখেছি। কিন্তু তাঁর মেয়ে প্রতিযোগী ছিল এ বিষয়ে তিনি জানাননি।

গাংনী পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ ৩ ব্যবসায়ীর

মেহেরপুরের গাংনী চাল পট্টিতে পৌরসভার তত্বাবধায়নে মার্কেট নির্মান কাজ বন্ধ করেছে দিয়েছে প্রশাসন। সরকারী অনুমোদন না থাকার কারনে বুধবার সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান উপস্থিত হয়ে মার্কেট নির্মান কাজ বন্দের নির্দেশনা দেন।

এদিকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা চাঁদাদাবি ও দোকান উচ্ছেদের অভিযোগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে ৩জন ভুক্তভুগী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

মো: জহুরুল ইসলাম ঝন্টু নামের এক হোটেল ব্যবসায়ী জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগে বলেছেন,মেয়র আশরাফুল ইসলাম তার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে চাঁদার টাকা না দেওয়ার কারনে দোকান উচ্ছেদ করার হুমকি দিচ্ছে।

একই অভিযোগ করেছেন আলিউল ও নাজমুল হোসেন নামের দুজন ব্যবসায়ী। (লিখিত অভিযোগ গ্রহনে জেলা প্রশসক কার্যালয়ের মহর যুক্ত অভিযোগ এ প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে তবে ঘটনাস্থলে অভিযোগকারীদের না পাওয়ায় সরাসরি তাদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি)।

সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান জানান, নির্মাণ কাজের বিষয়ে সরকারী কোন অনুমোদন ও জেলা প্রশাসন অবগত নয়। একারনে আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জমি যদি পৌরসভার হয় কিংবা বৈধ কাগজপত্র থাকে তাহলে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে সেই জমি দখল মুক্ত করে ৩ তলা মার্কেট নির্মান করা হবে। মার্কেট সরকারী জমি থেকে উচ্ছেদ ও নির্মান কাজ বন্ধ রাখার ষড়যন্ত্র হিসেবে চাঁদাবাজির মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা করে পরবর্তিতে কাজ শুরু করা হবে।

পৌরসভা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া মজমপুরের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স রোমানা কন্সট্রাকশন ১ কোটি সাড়ে ১২ লাখ টাকা চুক্তিতে এ কাজটি বাস্তবায়ন করবে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, ইতোপূর্বে জবর দখল করে মার্কেট নির্মান কাজ করতে চেয়েছিলো এ কারনে বাধা দিয়েছিলাম।

পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছে সে সরকারী বিধি মোতাবেক কাগজপত্র ঠিক করে কাজ শুরু করেছে। সরকারী বিধি কিংবা বৈধ কোন কাগজপত্র আপনি কি দেখেছেন জানতে চাইলে তিনি এ প্রসঙ্গে এড়িয়ে যান এবং তিনি বলেন কাগজ ঠিক না থাকলে আবারো কাজ বন্ধ করা হবে।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ না করায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, সরকারি জায়গায় যে কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে হলে সরকারকে অবগত করতে হবে।

গাংনী চাল পট্টিতে মার্কেট নির্মাণ বিষয়ে কিছু জানিনা একারনে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আপাতত কাজটি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যাচাই বাছাই শেষে পরবর্তী কার্যক্রম নেয়া হবে। অভিযোগ দায়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন,লিখিত অভিযোগটি এখন পর্যন্ত তার কাছে আসেনি। অভিযোগটি ডাক ফাইলে থাকতে পারে। অভিযোগ হাতে পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে জাতীয় শোক দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম

শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দুপুরে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে ওই দিন জেলা পরিষদের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। যেগুলোর মধ্যে থাকবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, স্বল্প পরিসরে অনলাইনে আলোচনা সভা ও জোহরের নামাজের পর উপজেলার সকল মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য নার্গিস আরা, শাহানা ইসলাম সান্তনা, ইমতিয়াজ আহমেদ, আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান

মেহেরপুর সদরের বিভিন্ন স্থানে শত ভাগ মাস্ক পরিধানের লক্ষে জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান।

বুধবার সকালে মেহেরপুর সদর থানার এএসআই মনোয়াজ এর নেতৃত্বে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এসময় তিনি বলেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের কে শত ভাগ মাস্ক পরিধান করতে হবে।
মেহেরপুর জেলাবাসী যেনো ভালো থাকে সুস্থ থাকে তারই জন্য প্রথম থেকেই জেলা পুলিশ জনসাধারণকে সতর্ক করে আসছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করণের লক্ষে কঠোর নিরাপত্তা জারি করেছি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন রাব্বি, শারাফাত,সাগর প্রমুখ।

গাংনীতে সমবায় সমিতির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

গাংনী উপজেলার কয়েকটি সমবায় সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমিতির কর্মহীন দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকালে গাংনী উপজেলার নাগদারখাল পানিব্যাবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মড়কা বাজারে সমিতির অফিসে ৩৫ জন সদস্যের মাঝে ৫ কেজি আটা, ১ কেজি চিনি, ২ কেজি আলু, ১ প্যাকেট সেমাই ও ১ টি করে সাবান বিতরণ করা হয়।

এসময় প্রধান অতিথি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিদর্শক জনাব হাফিজুর রহমান ।

এছাড়া নাগদারখাল পানিব্যাবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি জনাব মোঃ আব্দাল হক ও সম্পাদকসহ সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে করোনা উপসর্গে একজনের মৃত্যু

মেহেরপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে মকলেছুর রহমান (৬০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর ১টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মকলেছুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের আলিহিমের ছেলে। তিনি এক পুত্র ও এক কণ্যা

সন্তানের জনক ছিলেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক মো: রফিকুল ইসলাম জানান, মকলেছুর রহমান শদি, কাশি, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে সকালে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁকে আইসোলেশনের ওয়ার্ডে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ইতোমধ্যে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে। এছাড়া করোনা উপসর্গ থাকায় তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদস্যরা বিধি মোতাবেক জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন করবেন।

মুজিবনগরে গ্লোব ফোয়ারা চালু

স্বপ্নের মুজিবনগর উপজেলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় কেদারগঞ্জ বাজারে গ্লোব ও নান্দনিক ফোয়ারা স্থাপন করা হয়েছে।

মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গেটের পাশে এ স্থাপনা তৈরি করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রানালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের অনুপ্রেরণা ও সার্বিক সহযোগীতায় এবং মুজিবনগর উপজেলাকে আধুনিক সাজে সজ্জিত করার যে দিকনির্দেশনা তার ধারাবাহিকতায়, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি এর উদ্যোগে এবং হাসানুজ্জামান লাল্টুর তত্বাবধায়নে মুজিবনগর উপজেলার প্রাণকেন্দ্র কেদারগঞ্জ বাজার বিশ্ব মানচিত্রের রেপ্লিকা সহ দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারার চালুর পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

মেয়ের বাবাকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীর রামনগর গ্রামে মেয়ের যৌন নির্যাতন চেষ্টার বিচার চেয়ে আদালতে মামলা করায় পিতাকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সোমবার আহত আব্দুল মান্নান বাদী হয়ে ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় এ পর্যন্ত কেউ আটক হয়নি। মামলার আসামিরা হলেন, নজরুল ইসলামের ছেলে শাহাবুল ইসলাম, আরমান আলীর ছেলে ওয়াসিম আলী, রেজাউল হাকের ছেলো রানা, রুবেল হোসেন, নজরুল ইসলামের ছেলে রকিবুল ইসলাম, গোলাম নবীর ছেলে রুবেল হোসেন, সমসের আলীর ছেলে সাদ আলী ও হকাজ্জেলের ছেলে তরিকুল ইসলাম।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: ওবাইদুর রহমান জানান,আব্দুল মান্নান বাদী হয়ে দণ্ডবিধির ১৪৩/৩৪১/২৩২/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৫০৬/১১৪ ধারা মোতাবেক গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে যার নং ১২ তাং ১০.০৮.২০২০ ইং।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আব্দুল হান্নান জানান,মামলার আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। মামলাটি তদন্ত চলছে দ্রত সময়ের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

মামলার বাদী আব্দুল মান্নান জানান, গত ১লা আগষ্ট রাতে রামনগর গ্রামের ফরমান আলীর ছেলে পল্লী চিকিৎসক সেলিম আমার মেয়ের ঘরে প্রবেশ করে মুখ চেপে ধরে জোর পূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় মেয়ে চিৎকার করলে প্রতিবেশিদের সহায়তায় সেলিমকে ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়। পরে তাকে জোর পূর্বক ছাড়িয়ে নেয়া হয়।

এ ঘটনায় যৌন নির্যাতন চেষ্টার বিচার পেতে গত ৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ধর্ষন চেষ্টার অভিযোগে রামনগর গ্রামের ফরমান আলীর ছেলে পল্লী চিকিৎসক সেলিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করি। মামলা দায়ের করায় ক্ষিপ্ত হয়ে ৭ আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় সাড়ে ৬ টায় রামনগর বাজারে গেলে লম্পট সেলিমের সহযোগীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে।

হামলাকারীরা প্রভাবশালী হওয়ার কারনে আবারো হামলা হতে পারে এমন আশংখা প্রকাশ করে পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে হামলাকারীদের বিচার দাবি করেন তিনি। এ বিষয়ে কথা বক্তব্য জানতে পল্লী চিকিৎসক সেলিমের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে বন্ধ পাওয়া যায়।